Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শিরক নির্মূলে উম্মতে মুসলিমার করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হাবিবা আনিকা

রোলঃ 227020271

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শিরক নির্মূলে উম্মতে মুসলিমার করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হাবিবা আনিকা

রোলঃ 227020271

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " শিরক নির্মূলে উম্মতে মুসলিমার করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে হাবিবা আনিকা, আইডিঃ 227020271 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " শিরক নির্মূলে উম্মতে মুসলিমার করণীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

উম্মে হাবিবা আনিকা

আইডিঃ 227020271

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
শিরকের প্রকারভেদ...6
শিরকে আকবার:..7
শিরকে আসগার 8
আশ শিরক ফির রবুবিয়্যাহ...9
আশ শিরক ফি উলুহিয়্যাহ..9
ইতিহাস পরিক্রমায় শিরক...9
শিরকের উৎপত্তি হওয়ার কারণ 11
মুসলিম সমাজে শিরক প্রবেশের প্রেক্ষাপট: 14
জাহেলি যুগের মুশরিকদের শিরকি কর্মকাণ্ডসমূহ 15
বর্তমান যুগে মুসলিমকদের মধ্যে প্রচলিত শিরকসমূহ...............................17
শিরক নির্মূলে উম্মাতে মুসলিমাহর করণীয়...18

ভূমিকা

মুসলিম উম্মাহ অতীত থেকে বর্তমানে যেসম সমস্যায় জর্জরিত তার মধ্যে দিয়ে অন্যতম ভয়াবহ সমস্যা হলো শিরক। যে রাসূল ﷺ কে আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তাওহীদের প্রতিষ্ঠার জন্য সে রাসূলের ﷺ উম্মাহর একটা বড় অংশের কাছে শিরক যেন নিত্যদিনকার ব্যাপার। সচেতন অসচেতনভাবে শিরকের অগুণতি উপাদানসমূহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিশে আছে। দ্বীনের দাঈ আর সচেতন মুসলিমদের জন্য যে বিষয়ে কাজ করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে এটি অন্যতম। শিরকের নির্মূলে কাজ করার জন্য প্রয়োজন শিরক কী এবং তার ইতিহাস উৎপত্তি তা জানা। যুগে যুগে শয়তান কীভাবে আদম সন্তানকে শিরকের পাপে নিমজ্জিত করে সঠিক পথ সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় রত আছে তা মুসলিমের অবগত হওয়া জরুরি। আর শয়তানের প্রচেষ্টাকে রুখে দেওয়ার জন্য সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত প্রতিরোধ গড়ে তোলা আবশ্যক।

শিরক পরিচিতি

শিরক (شرك) শব্দের অর্থ অংশীদার হওয়া। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা বা আল্লাহর কোনো প্রাপ্য ইবাদাত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করাকে শিরক বলা হয়। এক কথায় আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে অন্য কাউকে অংশী বানানোই শিরক।

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অতএব তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।

সূরা বাকারা (২:২২)

আল্লাহ ছাড়া কাউকে ক্ষমতায় বা সৃষ্টিতে বা সকল দিক থেকে বা যেকোনো দিক থেকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা যেমন শিরক। তেমনিভাবে তিনি কাউকে তার ক্ষমতার অংশীদার করেছেন বা আলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে ইবাদাত ও আনুগত্যের যোগ্য করেছেন মনে করাটাও শিরক। যারা শিরকে লিপ্ত তারা সাধারণত আল্লাহর সমতুল্য মনে করে শিরক করে না তারা এ ভেবে শিরকে লিপ্ত হয় যে আল্লাহ তার সৃষ্টির মধ্যে কিছু ব্যক্তি বা জিনিসকে আলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছেন, ইচ্ছাপূরণের

সক্ষমতা দিয়েছেন এবং ইবাদাতের যোগ্য করেছেন। আর এসব ব্যক্তির এ ক্ষমতার কারণে আল্লাহকে ডাকার মতো করে তাদেরকেও ডাকা যাবে। তাদের কাছে আল্লাহর কাছে চাওয়ার মতো করে চাওয়া যাবে এবং তারা চাওয়া পূরণের ক্ষমতা রাখেন নিজ ক্ষমতাবলে। অর্থাৎ সাধারণভাবে মানুষের কাছে পাওয়া যায় না এমন কোনো গুণ ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছে বিদ্যামান। যার কারণে তারা আনুগত্য ও ইবাদাতের যোগ্য এবং দুয়া কবুলের অধিকারী।

এ ধরনের ধ্যান-ধ্যারনা নিজের মধ্যে পোষণ করা এবং কাজ কর্মে তার আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রতিফলন শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

শিরকের প্রকারভেদ

কুরআন-হাদিসের অসংখ্য জায়গায় শিরক বিষয়ক আলোচনা এসেছে। কুরআনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে শিরক ও তাওহীদের আলোচনা। আল্লাহ তার পবিত্র কালামে তার বান্দাদেরকে শিরকের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন এবং এ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ দিয়েছেন। হাদিস শরীফেও এ বিষয়ে অসংখ্য হাদিস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার মুশরিকদের তাওহীদের দাওয়াত যেমন দিয়েছেন, তার উম্মাহর মধ্যে থেকে শিরকে লিপ্ত হওয়ার আশংকা উপলব্ধি করে তাদের জন্য ও ব্যাপক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এ কারণে উম্মাহর উলামায়ে কেরামগণ এ ব্যাপারে অনেক আলাপ আলোচনা করেছেন। শিরকের প্রকৃতি অনুধাবন করার জন্য তারা শিরককে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। শিরকের ভয়াবহতা অনুসারে শিরককে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন:

১. শিরকে আকবর বা বৃহত্তর শিরক
২. শিরকে আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরক

তাওহীদের যে তিন প্রকারসমূদ রয়েছে তার বিপরীত শিরক হিসেবেও একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।যেমন:

১. আশ শিরক ফি রবুবিয়্যাহ বা প্রতিপালনে শিরক
২.আশ শিরক ফি উলুহিয়্যাহ বা ইবাদাতে শিরক

৩.আশ শিরক ফিল আসমা ওয়াস সিফাত বা নাম ও গুণাবলির শিরক।

শিরকে আকবার:

শিরকে আকবার হলো বড় শিরক। এটি হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে শিরক করা। শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি যখন গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদাত করে শ্রদ্ধা, ভয় ও আনুগত্যের মিশ্রণে তাহলে শিরকে আকবারের পর্যায়ে পড়ে। যেমন, গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা, মানত করা, কোনো মৃত ব্যক্তি কিংবা জ্বিন অথবা শয়তান কারো ক্ষতি করতে পারে অথবা অসুস্থ করতে পারে এ ধরনের বিশ্বাস করা, প্রয়োজন পূরণ করা বিপদ দূর করারর মতো যেসব ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ক্ষমতা রাখেনা সে সব ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কারো আশা করা। বর্তমানে আওলিয়া ও বুযুর্গানে দ্বীনের করবকে কেন্দ্র করে এ ধরনের শিরকে লিপ্ত হচ্ছে প্রচুর মানুষ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ

তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত করে, যা না তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে, না করতে পারে কোন উপকার। আর তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।

সূরা ইউনুস (১০:১৮)

শিরকে আকবার বা প্রকৃত শিরক হলো আল্লাহ ছাড়া কাউকে বিশ্ব পরিচালনায় কিছু অধিকার বা ইবাদাত লাভের অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করা এবং তার নিকট থেকে আলৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তার নিকট চূড়ান্ত ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করা।

এ ধরনের শিরক বান্দাকে মিল্লাতের গন্ডি থেকে বের করে দেয়। এ ধরনের শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি যদি শিরকের ওপরই মারা যায় এবং তা থেকে তওবা না করে থাকে তাহলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে অবস্থান করবে। শিরককে আল্লাহ তার প্রতি এক বিরাট জুলম বলে অভিহিত করেছেন। হযরত লুকমান আলাইহিস সালাম তার সন্তানদেরকে নাসীহাহ করার সময় বলেছিলেন,

وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ

যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললঃ হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়।

সূরা লুকমান (৩১:১৩)

আল্লাহ আরও বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا

আল্লাহর প্রতি শিরক করার পাপ আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। তবে অন্য যেকোনো পাপ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।

শিরকে আসগার

যে বিশ্বাস, কথা ও কর্ম শিরকের মতো হলেও প্রকৃত শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে নি তাকে শিরকে আসগার বলা হয়। যেমন, আল্লাহর ইবাদাত করার ক্ষেত্রে মানুষের থেকে প্রশংসা, সুনাম বা জাগতিক কোনো কিছু আশা করা অথবা এমন কথা বলা যাতে বাহ্যত আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনী বলে মনে হতে পারে যদিও বক্তার উদ্দেশ্য তা নয়। শিরকে আসগর এর ক্ষেত্রে শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ রুবুবিয়্যাত বা উলুহিয়্যাতের অধিকারী বলে বিশ্বাস লরে না, তবে তার কথা ও কর্ম এরূপ বিশ্বাসের কাছাকাছি চলে যায়।

যেমন, রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ইবাদত করার সময় মানুষের বাহবা বা প্রশংসা করানোর ইচ্ছা। আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞাপক বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা যদিও অন্তরে তার উদ্দেশ্য না থাকে। যেমন কেউ যদি বলে, আল্লাহর ইচ্ছা ও ভালো বৃষ্টিপাতের ফলে ফসল ভালো হয়েছে তা শিরকে আসগরের পর্যায়ে পড়বে। কারণ এখানে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে ভালো বৃষ্টিপাতকে সমানভাবে রাখা হয়েছে। তিনি যদি বিশ্বাস করেন আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয় তাহলে এ বাক্যটি শিরকে আসগর হবে। আর যদি আল্লাহর ইচ্ছা বা বৃষ্টিকে স্বতন্ত্র বা আলাদা কারণ বলে মনে করেন তাহলে তা শিরকে আকবরের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

আশ শিরক ফির রবুবিয়্যাহ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি বা প্রতিপালনের বিষয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করা। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে সৃষ্টি, প্রতিপালন, রিযক দান, জীবনমৃত্যু দান, বিশ্ব পরিচালনা, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা। এখানে উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহর রবুবিয়্যাত বা রবুবিয়্যাতের কোনো বিষয় অস্বীকার করাও এ ধরনের শিরক।

আশ শিরক ফি উলুহিয়্যাহ

ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করা বা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদাত করাকে ইবাদাতের শিরক বলা হয়।

আশ শিরক ফিল আসমা ওয়াস সিফাত

মহান আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা এ পর্যায়ের শিরক।

ইতিহাস পরিক্রমায় শিরক

আদম আলাইহিস সালামের পৃথিবীতে অবতরণের পর থেকে আদম সন্তান বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে শিরকে লিপ্ত হয়েছে। এসব শিরকি কার্যকলাপ প্রকৃতিগতভাবে অভিন্ন হলেও রূপগত ও বাহ্যিকভাবে একেকটা একেক রকম।

হযরত নূহ আলাইহিস সালামের যুগের লোকেরা ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসর নামের মূর্তির পূজা করত। এসব মূর্তিসমূহ ছিলো মূলত সৎ ও নেককার কিছু বান্দার মূর্তি। এসব বান্দাগন মারা যাওয়ার পর লোকেরা শয়তানের প্ররোচনায় এসব নেককার বান্দাদের সম্মানে তাদের ছবি বা মূর্তি লোকেদের বসার জায়গায় ও সকলে একত্রিত হওয়ার জায়গায় ঝুলিয়ে রাখত। প্রাথমিকভাবে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো নেককার লোকদের মৃত্যুর পর তাদের মূর্তি কিংবা ছবির মাধ্যমে তাদের সোহবত বা সান্নিধ্য লাভ করা। কিন্তু মূর্তির নির্মাতারা মারা যাওয়ার পর এর পরের

প্রজন্মগুলো এসব মূর্তিগুলোকে পূজনীয় ভেবে মূর্তির উপাসনা করতে থাকে। নূহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ এ কওমের মধ্যে তাওহীদের বাণী নিয়ে পাঠালে তারা উক্ত মূর্তিগুলোর পূজা ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে। তারা বলে,

وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا

তারা বলছেঃ তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে।

সূরা নূহ (৭১:২৩)

প্রাচীন আরব আদ ও সামুদ যারা ছিলেন হযরত হুদ আলাইহিস সালাম ও হযরত সালিহ আলাইহিস সালামের জনগোষ্ঠী, মাদয়ান ও সা'বার অধিবাসী এবং হযরত শুয়াইব ও সুলাইমান আলাইহিসসালাম এর লোকেরা মূর্তিপূজা করতো, সূর্যপূজা করতো। কুরআন মাজীদে তাদের আকিদা ও চিন্তা বিশ্বাসের কথা উল্লেখ হয়েছে। জাহিলিয়াতের আরবের অধিবাসীদের মধ্যে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর বংশধররা মূলত তওহীদ বিশ্বাসী ছিলো। তারা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর প্রচারিত আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি মৌলিকভাবে আস্থা থাকা সত্ত্বেও কালক্রমে এবং মূর্তিপূজারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠ মেলা-মেশার কারণে ধীরে ধীরে মূর্তিপূজারী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে যায়। ঐতিহাসিকদের মতে মক্কায় মূর্তিপূজার প্রবর্তন ও প্রচলন করে আমর ইবনে লুহাই নামক ব্যক্তি। মনস্তত্ত্ববিদ ও সমাজবিদদের অনেকেই মনে করেন, বড় বড় ব্যক্তিত্ব, রাজা-বাদশাহ, সমাজপতি ও ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অতি উঁচু দরের ব্যক্তি মনে করা এবং তাদের প্রতি অত্যধিক বাড়াবাড়িপূর্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তি পোষণ ও সম্মান প্রদর্শন থেকেই মূর্তিপূজার উৎপত্তি। উক্ত ধরনের ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর তাদের স্মৃতিরক্ষার সীমাতিরিক্ত আগ্রহ ও তার প্রতীক রক্ষার প্রবণতাই পরবর্তীতে মূর্তিপূজার রূপ পরিগ্রহ করে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিসসালাম এর সময়ে শাসক নমরূদের যেমন পূঁজা করা হতো সাথে মূর্তিপূজার কাজও অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে পালন করা হতো। তার পিতা নিজেই একজন মূর্তি নির্মাতা ছিলেন। হযরত মূসা আলাইহিসসালাম এর সময়ে ফেরাউন নিজেই ছিলো জনগণের মাদুব। তা সত্ত্বেও সে নিজেই মূর্তিপূজা করতো। কুরআনে এ ব্যাপারটার উল্লেখ রয়েছে। মক্কার মুশরিকরা মূর্তিপূজার পাশাপাশি ফেরেশতা, গ্রহ ইত্যাদির পূজা করত।

শিরকের উৎপত্তি হওয়ার কারণ

১. একাধিক স্রষ্টায় বিশ্বাসঃ মূর্তিপূজারী ও ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী লোকেরা তাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের কারণেই একাধিক বা বহুসংখ্যক মা'বুদের ইবাদাত করতে বাধ্য হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মবিশ্বাসের তিনজন চিরন্তন ভগবানের বিশ্বাস রয়েছে। তারা হলো, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। ব্রহ্মা- স্রষ্টা, অস্তিত্বদানকারী। বিষ্ণু -রক্ষাকারী এবং শিব-ধ্বংসকারী। আর খ্রিস্টান ধর্মে রয়েছে ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস। সে তিন খোদার নাম হচ্ছে পিতা, পুত্র এবং রুহুল কুদুস। মোটকথা, একাধিক ইলাহ এ বিশ্বাস-ই একাধিক উপাস্যের পূজা-উপাসনা করার মূলীভূত কারণের মধ্যে অন্যতম বলে কুরআন মাজীদে ঘোষণা করা হয়েছে।

২. এর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্কহীনতা: এ শ্রেণীর লোকদের ধারণা হচ্ছে, স্রষ্টা বিশ্বালোক সৃষ্টি করে এর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এজন্য দুয়া বা আরজি পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়লব্ধ মাধ্যম। তা হতে পারে কোনো বুজুর্গ, কোনো প্রতিমা কিংবা অন্য কোনো মাধ্যম। তারা আল্লাহকে তাদের ধারণার মধ্যে মানবীয় ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে। তারা ভাবে যে নেককার-ধর্মনেতা- পাদ্রী-পুরোহিত, পীর-মুরশিদ, জ্বিন ও মৃত নেককার বান্দাগণ আল্লাহর কাছে তাদের দুয়া পৌঁছে দিবেন। কিন্তু কুরআন মাজীদ এ ধারণাকে সম্পূর্ণ বাতিল প্রমাণ করেছে বহু আয়াত দ্বারা। তিনি লোকদের উচ্চারিত কথাই শুধু শুনেন না, তাদের মনের প্রচ্ছন্ন কথাও তিনি শুনেন এবং জানেন। তিনি বলেন,

وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلۡوَرِيدِ ۝

আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।

সূরা কাফ (৫০:১৬)

أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبۡدَهُۥۖ

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?

সূরা যুমার (৩৯:৩৬)

قُلۡ إِن تُخۡفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمۡ أَوۡ تُبۡدُوهُ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ۝

বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে পারেন। আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সেসব ও তিনি জানেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

সূরা আলে ইমরান (২:২৯)

৩. তৃতীয় কারণ হচ্ছে বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনা-পরিচালনার কাজ ছোট খোদা'র ওপর অর্পণ করা। প্রত্যেক মানুষ সর্বোচ্চ শক্তির নিকট আত্মসমর্পিত হওয়ার জন্য এক প্রবল আগ্রহ ও অস্থিরতা নিজের মনে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করে। আর তার তুলনায় নিজেকে মনে করে অতীব ক্ষুদ্র, ছোট ও নগণ্য। এ বিষয়টি যদি মুখে উচ্চারিত না হয় কিংবা অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা তা প্রকাশ নাও পায়, কেবল অনুভূতির সূক্ষ্ম গহনে তা অনুভব করে। এসব কারণে মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের কাছে আত্মসমার্পিত হতে চায়। প্রত্যেক জিনিসকে একটি বস্তুগত রূপ দেওয়ার জন্য মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে। এ কারণে মুশরিকরা তাদের মানসপটে দানা বেঁধে উঠা কল্পিত রূপকে বস্তুগতভাবে রূপায়িত করে এক একটা প্রতীক বানিয়ে নেয়। আর সেসব বস্তুগত রূপও আল্লাহর সৃষ্ট জিনিসসমূহেরই কোনো না কোনো রূপ হয়ে থাকে। তারা বিশ্বালোকের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি পৃথিবীতে অবস্থিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার অনুরূপ বলে ভেবে নেয়। তারা ভাবে কোনো রাষ্ট্র বা সংগঠন একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার অধীনে থেকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি আলাদা সেক্টরের অধীনে পৃথক পৃথকভাবে কাজ করে থাকে। এভাবে আল্লাহও তার সৃষ্টিকুলের ব্যবস্থাপনা ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বা উপাস্যদের কাছে অর্পণ করেছেন। যেমন সমুদ্রের খোদা, যুদ্ধের খোদা, শান্তির খোদা ইত্যাদি। আরেকটু মৃদু পর্যায়ে শিরকে লিপ্ত মুসলিমরা ভাবে আল্লাহ কিছু দায়িত্ব ও অলৌকিক ক্ষমতা অলি-আউলিয়া বা পীর দরবেশদের কাছে অর্পণ করেছেন।

আল্লাহ তাদের এ ধারণার মূলোৎপাটন করেছেন কুরআনে। তিনি বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِۖ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্টিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের

উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌড় স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

সূরা আ'রাফ(৭:৫৪)

আল্লাহ আরও বলেন,

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

বল, আসমান যমীন থেকে তোমাদের কে রিযিক দেয়? কে কর্তৃত্ব করে শ্রবণ ও দৃষ্টির ওপর? মৃত থেকে জীবন্তকে এবং জীবন্ত থেকে মৃতকে কে বের করে? কে যাবতীয় ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করেন? ওরা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহই সবকিছু করেন। তাহলে বল, তোমরা সে আল্লাহকে ভয় পাওনা?

সূরা ইউনুস (১০.৩১)

মুসলিম সমাজে শিরক প্রবেশের প্রেক্ষাপট:

সত্য ও মিথ্যার সংঘাতের সবচেয়ে বড় বিষয় তাওহীদ ও শিরকের সংঘাত। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানুষদেরকে তাওহীদের পথ দেখিয়েছেন। শয়তান ও তার অনুসারীগণ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছে তাদেরকে শিরকের মধ্যে নিপতিত করতে। মানবীয় দূর্বলতা, তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞতা, ওহীর জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয় মুমিনকে শয়তানের খপ্পরে পড়তে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে যখনই কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা সমাজ কুরআন ও সহীহ হাদীসের জ্ঞান থেকে দূরে সরে গিয়েছে তখনই শয়তানের প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করেছে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ তার উম্মাহকে সতর্ক করেছেন যে পূর্ববর্তী উম্মাহগুলি যেমন বিভ্রান্ত হয়েছে, তাঁর উম্মাহর মধ্যেও অনুরূপভাবে একই প্রকৃতির বিভ্রান্তি প্রবেশ করবে। পার্থক্য শুধু এটাই যে, মুসলিম উম্মাহর মূল দীন বিনষ্ট হবে না, মহান আল্লাহ এর মূল উৎস কুরআন ও হাদীসকে বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করবেন এবং উম্মাহর মধ্যে কিছু মানুষ সর্বদা হকের ওপর থাকবেন যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত হুবহু অনুসরণ করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উম্মতকে শিরক থেকে সতর্ক থাকতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। পিপীলিকার পদচারণার মত সন্তর্পনে তা মুমিনের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে বলে তিনি সতর্ক করেছেন। এমনকি মূর্তিপূজার বিষয়ও তার উম্মতের মধ্যে ঘটবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"কিয়ামতের পূর্বেই আমার উম্মতের কিছু সম্প্রদায় মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে এবং আমার উম্মাতের কিছু সম্প্রদায় 'ওয়াসান' পূজিত দ্রব্যের ইবাদাত করবে।"

বুখারী, আস সহীহ ৬/২৬০৪

জাহেলি যুগের মুশরিকদের শিরকি কর্মকাণ্ডসমূহ

১.প্রতিপালনে শিরক: তারা আল্লাহকে এক প্রতিপালক হিসেবে স্বীকার করত। কিন্তু তারা বিশ্বাস করত যে, মহান আল্লাহ দয়া করে কিছু সৃষ্টির প্রতি (যেগুলোর উপাসনা তারা করত) বিশ্বের পরিচালনা ও নিষ্ট অনিষ্টের কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। মুশরিকগণ বিভিন্ন যুক্তিতে আল্লাহর অনেক সৃষ্টিকে 'আল্লাহর সন্তান', 'আল্লাহর পুত্র', 'আল্লাহর কন্যা', 'আল্লাহর বংশধর' বা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত দাবী করত। মুশরিকরা ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত এবং জিন্নদেরকে আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত বলে বিশ্বাস করত। ইহুদিরা উযাইর আলাইহিস সালাম কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত আর খ্রীষ্টানরা ঈসা মাসীহ আলাইহিসসালাম কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত।

২. আল্লাহর ইলমুল গাইবে শিরক: মুশরিকদের শিরকের অন্যতম একটি প্রকাশ ছিলো মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কারো 'ইলমুল গায়ব' অথবা অদৃশ্য জগতের বা ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা। অথচ এটা একমাত্র আল্লাহর সিফাত বা গুণ। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে মহান আল্লাহর মত গায়েবি ইলম কারো নেই। পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে গায়বের জ্ঞান তার নবী রাসূলদের প্রদান করেন। তবে এ পরিমান খুব সামান্য তাঁর গায়বের জ্ঞানের তুলনায়। তিনি যতটুকু জ্ঞান তাদেরকে তান করেন তারা শুধু ততটুকু জ্ঞানের অধিকারী।

৩.গাইরুল্লাহর সাজদা: সাজদা করা ইবাদাতের একটি সর্বজনীন প্রকাশ। চূড়ান্ত ভক্তির হিসাবেই শুধু সাজদা করা হয়। চাঁদ, সূর্য, প্রতিমা ইত্যাদি সহ সকল উপাস্যকে সাজদার মাধ্যমে ইবাদাত করে সেকালের ও একালের মুশরিকগণ। কুরআনে কারীমে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ۝

তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সেজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত কর।
সূর ফুসসিলাত (৪১:৩৭)

৪.গাইরুল্লাহর জন্য উৎসর্গ, জবাই ও মানত: অন্যান্য মুশরিকদের মতো আরবের মুশরিকরাও জীব, জানোয়ার, ফসল ইত্যাদি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করত এবং তাদের অন্যান্য উপাস্যদের জন্যও করত। কুরআনে তাদের কে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৫. গাইরুল্লাহকে ডাকা বা প্রার্থনা করা: মুশরিকগণ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নিকট হাজত বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতো। অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা, দরিদ্র ব্যক্তির সচ্ছলতা ইত্যাদির জন্য তারা গাইরুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করত। যেহেতু দু'আই ইবাদাতের মূল প্রকাশ এবং এক্ষেত্রেই সবচে বেশি শিরকে লিপ্ত হয় মানুষ, সেহেতু কুরআনে এ ইবাদাতের কথা বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ কুরআনে একমাত্র তাকেই ডাকতে বা তার কাছেই দুয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৬.হজ্জ বা জিয়ারতের শিরক: হজ্জ ইসলামের অন্যতম ইবাদাত। ইবরাহীম আলাইহিসসালাম এর সময় থেকে আরবদের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাবাগৃহের হজ্জ আদায়ের রীতি প্রচলিত ছিল। পরবর্তী যুগে যখন শিরকের প্রসার ঘটে তখন কাবাগৃহের হজ্জ ছাড়াও বিভিন্ন উওয়াস্যের সন্তুষ্টি, আশীর্বাদ, বর বা বরকত লভের জন্য মুশরিকগণ আরো অনেক 'পবিত্র' স্থানে গমন করত বলে হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়। এগুলোর মধ্যে ছিলো ইয়েমেনের রিয়াম নামক মন্দির এবং খাস'আমদের 'যুল খুলাইসা' নামক মন্দির। (বুখারী, আসসহীহ৩/১১১০)
ইসলামি শরিয়তে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,
"তিনটি মসজিদ ছাড়া কোথাও সফরে যাওয়া যাবে না: মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা"

(শাহ ওয়ালি উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৮৮)

বর্তমান যুগে মুসলিমকদের মধ্যে প্রচলিত শিরকসমূহ

শিরকের মূলোৎপাটন ও তাওহীদের প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর আবির্ভাব হয়েছিলো। তিনি তার উম্মাহকে শিরক থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। শিরকে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আশংকা করে বলেছেন উম্মাহর মতো পীপিলিকার পদচারণের মতো করে শিরক প্রবেশ করবে। শিরকে লিপ্ত না হওয়ার জন্য সতর্কবাণী দিয়েছেন। এর ভয়াবহতাকে তুলে ধরেছেন তার উম্মাহর জন্য। তা সত্ত্বেও শয়তানের ধোঁকা বা প্ররোচনায় পড়ে উম্মাহর একটা বড় অংশ শিরকে লিপ্ত হয়েছে। তার মধ্যে জাহেলিয়াতের কিছু হুবহু অনুকরণ যেমন পাওয়া যায় তেমন জাহেলিয়াতের শিরকি কর্মকাণ্ডের নতুন ভার্সনের সৃষ্টিও দেখা যায়। নিচে এমন কিছু শিরকি কার্যকলাপের তালিকা দেওয়া হলো:

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গায়েবের ইলম আছে বলে মনে করা।

বর্তমান সমাজে বহু বিভ্রান্ত ব্যক্তি এ ধরনের শিরকে লিপ্ত। তারা তাদের পীর আউলিয়া কিংবা বুজুর্গ ব্যক্তিকে গায়েবের ইলমের অধিকারী বলে মনে করে। জ্যোতিষীর বা গণকের কাছে গিয়ে ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা করাও এ ধরনের শিরক। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন ব্যক্তিদের ৪০ দিন পর্যন্ত ইবাদাত কবুল হবে না বলেছে যারা গণক বা জ্যোতিষীর নিকট যায়।

২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রিযিক দাতা মনে করা।

অলি আউলিয়ার মাজারে গিয়ে তাদের কাছে অভাব অনটন থেকে মুক্তি, রিযিকের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করতে দেখা কিছু মানুষকে। তাদের ধারণাই হলো তারা যদি মাজারে গিয়ে চায় তাহলে তাদের চাওয়া পূরণ হবে। এজন্য তারা সেখানে সিজদা দেয়, দুয়া করে যেগুলো স্পষ্টত শিরক।

৩. আল্লাহ ছাড়া কাউকে বিপদ দূর কারী মনে করা।

৪.আল্লাহ কারো সুপারিশ অবশ্যই গ্রহন করেন বলে মনে করা।

এ ধরনের ধারণা বাহ্যত অনেকের কাছে সমস্যাজনক মনে হয় না। অনেকে এটাকে শিরকের অন্তর্ভুক্ত বলে মেনে নিতে চান না। যেহেতু সুপারিশ গ্রহনের কথা

কুরআন-হাদীসে অসংখ্য বার এসেছে। কিন্তু কুরআন হাদিসের বলা হয়েছে আল্লাহ যাকে চাইবেন তার সুপারিশ গ্রহন করবেন। এটা আল্লাহর এখতিয়ারের। কোনো ব্যক্তির এখতিয়ারভুক্ত নয়।

৪. ওসীলা মাধ্যম মনে করার শিরক।

আল্লাহ মাধ্যম ছাড়া সরাসরি বান্দার প্রার্থনা শুনেন না কিংবা গ্রহন করেন না মনে করা শিরক। আল্লাহ বান্দার কথা সরাসরি শুনেন এবং বান্দার প্রতিটি শিরা-উপশিরায় চেয়েও নিকটে অবস্থান করেন। তিনি সেটা কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

৫. আল্লাহ ব্যতীত মৃত বা জীবিত কারো নামে মানত করা। গায়রুল্লাহর নামে মানত করলে ঐ মানত পূর্ণ করা যাবে না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে মানত করে, সে যেন তা পূরা করার মাধ্যমে তার আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মানত করে, সে যেন তার নাফরমানী না করে। (অর্থাৎ মানত পুরা না করে)।

৬. আল্লাহ ছাড়া কারো নামে পশু-প্রাণী জবেহ করা।

৭. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সাজদা করা।

৮. কারো স্মরণে শহিদ মিনার বা স্মৃতিসৌধে ফুল দেয়া স্পষ্ট শিরক।

এ ধরনের রীতি পৌত্তলিক ধর্মে বেদিতে ফুল দিয়ে পূজো দেওয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৯. আল্লাহকে ভালোবাসার মতো করে বা তার চেয়ে বেশি দুনিয়াবি অন্য জিনিসের প্রতি ভালোবাসা শিরক।

১০.প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য গায়ে তাবিজ-কবজ ঝুলানো

শিরক নির্মূলে উম্মাতে মুসলিমাহর করণীয়

১. ওহীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা

তাওহীদের দাওয়াতই সকল নবী রাসূলের দাওয়াত। বস্তুত শিরকই মানব সমাজের কঠিনতম পাপ যা মানুষের পারলৌকিক মুক্তির আশা চিরতরে নসাৎ করে দেয়।

এজন্য শয়তান সর্বদা চেষ্টা করেছে সকল মানুষকে এ কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত করতে। নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের মাধ্যমে যারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছেন এবং বিশেষ করে তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলোকে তাদেরই নামে শিরকে লিপ্ত করেছে শয়তান। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইহুদি, খৃষ্টান এবং আরবের মুশরিকগণ। এরা সকলেই নবী রাসূলগনের হেদায়েতপ্রাপ্ত মানুষদের উত্তরসুরী ও অনুসারী। যুগের পর যুগ বংশ পরম্পরায় নবী-রাসূলগণের হিদায়াত বহন করেছেন এবং তাদের দীন পালন করেছেন। কিন্তু এরই মাঝে শয়তান এদের মধ্যে শিরকের প্রচলন করতে সক্ষম হয়।

মহান আল্লাহর সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বজনীন শরিয়ত ও দাওয়াত হিসেবে ইসলামে শিরক প্রতিরোধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। এর অন্যতম হলো মূল ওহীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা ও একে সর্বজনীন করা।

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উম্মতের মধ্যে শিরক প্রবেশের মূল কারণগুলির অন্যতম কারণ ছিলো ওহী ভুলে যাওয়া বা ওহির বিকৃতি ঘটা; ওহীর পরিবর্তে মানুষদের মতামত, ব্যাখ্যা ও পছন্দকে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহন করা।

এ সকল মানুষ ওহীর ব্যাখ্যা ও দীনের নামে বিভিন্ন শিরক, কুফর ও কুসংস্কার সমাজে প্রচলন করে এবং এগুলোকেই মূল তাওহীদ ও দীন বলে দাবী করে। মূল ওহী বিকৃত বা বিলুপ্ত হওয়ার কারণে এদের অসারতা প্রমাণের পথ থাকে না। ফলে এদের মতামতই দীন বলে পরিগণিত হয়। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শিরকের প্রচলনের শয়তান ও তার শিষ্যরা একইভাবে চেষ্টা করেছে কিন্তু। তবে মূল ওহী অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস সংরক্ষিত থাকায় তাদের প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হয় নি। এজন্য কুরআন হাদীস অধ্যয়ন জারি রাখা এবং মানুষের মধ্যে বেশি বেশি দাওয়াতি কাজ করা উম্মাতে মুসলিমার জন্য আবশ্যক।

২.মুশরিকগণের পরিচিতি ও তাদের শিরকি বিশ্বাস ও কর্মকান্ডেগুলো সম্পর্কে ধারণক রাখা এবং এ বিষয়ে আলোচনা জারি রাখা যেন মুমিনগণ এ বিষয়ে সতর্ক থাকেন।

৩.শিরকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানা ও সতর্ক হওয়া।

শিরক একটি ভয়াবহ পাপ। এর পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত ভয়াবহ। শিরকের মূলোৎপাটনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহে বিশেষভাবে বারবার এর ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা এ বিষয়ে যা জানতে পারি তার অন্যতম :

ক. ভয়ংকরতম পাপ

শিরক একটি ভয়াবহ পাপ। এটি সকল পাপের মধ্যে জঘন্যতম পাপ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
"জঘন্যতম পাপ এই যে, তুমি কাউকে আল্লাহর সমতুল্য বানাবে, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"
আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা, মানুষ হত্যা করা, এবং মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।"
(বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৫১৯)

খ.কুফর-শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না

তাওবা বা অনুতপ্ত হয়ে পাপ বর্জন করা সকল পাপের ক্ষমার পথ। তবে মহান আল্লাহ তওবা ছাড়াও নেক কর্মের কারণে, শাস্তির মাধ্যমে বা তা্ঁর অপার করুণায় অন্য সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন। তবে শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। মহান আল্লাহ বলেন,
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল।

সূরা নিসা (৪:৪৮)

গ. শিরক সকল নেক কর্ম ধ্বংস করে

অন্য সকল পাপের সাথে শিরক-কুফরের মৌলিক পার্থক্য এই যে, সাধারণভাবে পাপের কারণে পূণ্য বিনষ্ট হয় না। কিন্তু শিরকের কারণে মানুষের সকল নেক কাজ নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ۝

আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।
সূরা যুমার (৩৯:৬৫)

ঘ. শিরক জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ

শিরকমুক্ত সকল পাপে লিপ্ত মানুষ আখিরাতে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করে, অথবা আল্লাহর অনুগ্রহে কারো শাফায়াতের কারণে বা শাস্তিভোগের পরে জান্নাত লাভ করবেন। সকল পাপীর মহান আল্লাহর বিশেষ ক্ষমার আশা করতে পারেন। তবে শিরকে লিপ্ত মানুষের জন্য কোনো আশাই নেই। জান্নাত একমাত্র তাওহীদপন্থীদের আবসস্থল। মহান আল্লাহ শিরকে লিপ্তদের জন্য তা হারাম করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।
সূরা মায়িদা (৫:৭২)

আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন: “যে ব্যক্তি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে পৃথিবী পরিমাণ পাপ সহ আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে আমি সহ পরিমাণ ক্ষমা সহ তার সাথে সাক্ষাৎ করবো।

(মুসলিম,:৪/২০৬৮)

৪. শিরকের উৎস সমূহ বন্ধ করা

আল্লাহর ক্ষমতার বিষয়ে স্বল্প ধারণা, নবী রাসুল, ফেরেশতা ও ওলীগণ সম্পর্কে অতিভক্তি হলো শিরকের উৎসমূল। শিরক নির্মূল করতে হলে এ বিষয়ে অধিক সচেতন হতে হবে এবং সচেতনতার সৃষ্টি করতে হবে।

৫. শিরক থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর কাছে নিয়মিত দুয়া করা

পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য, নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহর সাহায্যের কোনো বিকল্প নেই। তাই এজন্য আল্লাহর কাছে শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য বেশি বেশি দুয়া করতে হবে। এ দুয়া অপরজনকে শেখাতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শিরক থেকে বেঁচে থাকার দুয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। আবু মুসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“ হে মানুষেরা, শিরক থেকে আত্মরক্ষা করো; কারণ শিরক পিপীলিকার পদক্ষেপের চেয়েও সুক্ষ্মতর। তখন একব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তা যদি পিপীলিকার পদক্ষেপের চেয়েও সূক্ষ্মতর হয় তবে কীভাবে তা থেকে আত্মরক্ষা করব? তিনি বলেন, তোমরা বলবে; হে আল্লাহ, আল্লাহ আমরা জেনেশুনে আপনার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যা না জানি তা থেকে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আরবিতে দুয়াটি,

“اللهم إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَ نَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ

আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে শিরকের এ ভয়াল থাবা থেকে হেফাজত করুন।

(থিসিসের সম্পূর্ণ লেখা তিনটি বই এর সমন্বয়ে লেখা হয়েছে বইগুলো হলো:
১. কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামি আকীদা
খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ
২. তওহীদ ও শিরক
মাওলানা আব্দুর রহীম রহিমাহুল্লাহ
৩.ইসলামি আকীদা
IOM কর্তৃক প্রকাশিত।